পলিসি ব্রিফ
#১৫১/২০২৫
ডিসেম্বর ২০২৫

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

# সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

## প্রেক্ষাপট

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে। এর অংশ হিসেবে টিআইবি প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণা, অধিপরামর্শ ও নাগরিক সম্পৃক্ততা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় টিআইবি বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের সরকার কর্তৃক গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা ও এসব চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণে তথ্যপ্রমাণভিত্তিক অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে "সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়" শীর্ষক একটি গবেষণা সম্পন্ন করে যা ২০২৫ সালের ২ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণায় সুনির্দিষ্টভাবে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিদ্যমান আইন ও নীতি, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের ভূমিকা, এবং সুশাসনের নির্দেশকের আলোকে আদিবাসীদের অন্তর্ভুক্তি প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করা হয়েছে। গবেষণাটির পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন ও অন্যান্য নথিপত্র ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের কাছে পাঠানো হয়েছে, যা টিআইবির ওয়েবসাইটেও বিদ্যমান।[১]

গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, বাংলাদেশ সংবিধান, রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন পরিকল্পনা ও নীতিতে সার্বিকভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী হিসেবে সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার ও অগ্রাধিকারের উল্লেখ থাকলেও আদিবাসীদের সুনির্দিষ্ট অন্তর্ভুক্তি প্রত্যাশিত পর্যায়ে হয়নি। সংশ্লিষ্ট আইনি ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের নীতিমালায় সুস্পষ্টভাবে আদিবাসীদের ন্যায্য সম-অধিকারের স্বীকৃতি নেই। এছাড়া জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের নীতি প্রণয়ন, পরিকল্পনা ও বাজেট বরাদ্দে আদিবাসীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়নি। সংবিধানে 'আদিবাসী' জনগোষ্ঠীর স্বীকৃতি না থাকাসহ বহুবিধ কারণে তারা তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন ২০১০ অনুযায়ী তৈরি 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর' বিতর্কিত ও ত্রুটিপূর্ণ তালিকা থেকে বাদ পড়া আদিবাসী সম্প্রদায়গুলো সরকারি সেবা, নির্ধারিত কোটা ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২০২৫) এবং জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে (২০১৫) পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের দারিদ্র্য, খাদ্যসংকট, শিক্ষার নিম্ন হার ও ভূমি সমস্যাকে চিহ্নিত করা হলেও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী হিসেবে সমতল অঞ্চলের আদিবাসীদের ক্ষেত্রে এই ধরনের সমস্যার দিকে দৃষ্টিপাত করা হয়নি। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য স্বতন্ত্র প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং সমতলের আদিবাসীদের জন্য ভূমি কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও তা বাস্তবায়ন করা হয়নি।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধাভোগী নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সমতল ও পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদের ভিন্ন চাহিদা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও বাস্তবতা যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়নি। ২০২১-২২ থেকে ২০২৫-২৬ এই পাঁচ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বার্ষিক গড় বাজেট বরাদ্দ ১ লাখ ১৩ হাজার ২৬৪ কোটি টাকার তুলনায় সমতল অঞ্চলের আদিবাসীদের জন্য নির্দিষ্ট গৃহীত কর্মসূচি এবং পার্বত্য অঞ্চলভিত্তিক বার্ষিক গড় বাজেট বরাদ্দ মাত্র ৫৭৮.৮৫ কোটি টাকা (০.৫১%)। একদিকে পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদের জন্য নির্দিষ্ট সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়নি, অন্যদিকে সমতলের আদিবাসীদের জন্য কর্মসূচির পরিধি ও বরাদ্দও বৃদ্ধি করা হয়নি। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে সমতলের আদিবাসীদের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ রয়েছে এমন কর্মসূচিও (জেলে ভিজিএফ, তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং চা-শ্রমিকদের জন্য কর্মসূচি) বাতিল করা হয়েছে।

গবেষণার আওতাভুক্ত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোতে সুশাসনের সাতটি নির্দেশকের প্রতিটিতেই সুশাসন ও স্বচ্ছতার ঘাটতি এবং দুর্নীতি ও অনিয়মের উদ্বেগজনক চিত্র উন্মোচিত হয়েছে। সার্বিক বাস্তবায়ন এবং অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থায় আদিবাসীদের কার্যকর কোনো অংশগ্রহণ নেই। কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে যথাযথ জনবল ও বাজেট বরাদ্দে ঘাটতির ফলে বিভিন্ন কর্মসূচির প্রচারণা, যোগ্য সুবিধাভোগী নির্বাচনে যাচাই-বাছাই, তালিকা হালনাগাদকরণ এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সার্বিক তদারকি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিদ্যমান প্রচার ও অভিযোগ প্রতিকার কাঠামো অংশগ্রহণমূলক ও আদিবাসীবান্ধব নয়, বিশেষ করে ভাষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, মোবাইল ও ইন্টারনেট ব্যবহারে প্রতিবন্ধকতা এই ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ।

সামাজিক নিরাপত্তার প্রতিটি ধাপে ঘুষ, স্বজনপ্রীতি, রাজনৈতিক প্রভাব, অস্বচ্ছতা, জবাবদিহিহীনতা এবং নীতিমালা অমান্যজনিত কাঠামোগত অনিয়ম ও দুর্নীতি বিদ্যমান, যা প্রান্তিক ও ঝুঁকিপূর্ণ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য অতিরিক্ত বোঝা। পাঁচটি প্রধান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে আদিবাসীদের মধ্যে সুবিধা পাওয়ার যোগ্য জনসংখ্যার তুলনায় আবেদনকারী ও তাদের মধ্যে নির্বাচিতের গড় হার ১৯.৭ শতাংশ যেখানে জাতীয় পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির হার ৩৭.৬ শতাংশ (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত খানা আয়-ব্যয় জরিপ, ২০২২)। গবেষণার আওতাভুক্ত ২২টি ইউনিয়ন পরিষদের ওয়েবসাইটে বেশিরভাগ কর্মসূচির সুবিধাভোগীর তালিকা ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশ করা হয়নি এবং তথ্য থাকলেও হালনাগাদ ছিল না। ভাতাভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দলীয়

[১] গবেষণা-সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট নথিসমূহ (মূল প্রতিবেদন, বাংলা ও ইংরেজি সার-সংক্ষেপ এবং উপস্থাপনা) এবং বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন: https://ti-bangladesh.org/articles/research/7390

রাজনৈতিক সমর্থকদের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, ভোটের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে ভাতাভোগী নির্বাচন করা হয়েছে, এবং যোগ্য হলেও বিরোধী দলের কর্মী বা সমর্থকদের তালিকাভুক্ত করা হয়নি। এ থেকে সুস্পষ্ট যে আদিবাসীদের ন্যায্য প্রাপ্য রাষ্ট্র নিশ্চিত করতে পারছে না।

বৈষম্যহীন ও শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার অন্যতম পূর্বশর্ত ন্যায্য সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা, এবং সে লক্ষ্যে সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তার মূল ধারায় আদিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি এবং এই খাতে সুশাসন নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য নিচের সুপারিশগুলো প্রস্তাব করা হল।

## সুপারিশ

| ক্রম | সুপারিশ | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ |
|---|---|---|
| **নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে** | | |
| ১. | সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসহ সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বসবাসরত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ন্যায্য প্রাপ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদানে আইএলও কনভেনশন ১৬৯ অনুস্বাক্ষর করতে হবে। | আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়; শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়; মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ; পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় |
| ২. | সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির পরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রণয়নে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সমতল ও পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। সব কর্মসূচির বাস্তবায়ন নীতিমালায় আদিবাসীদের অগ্রাধিকার সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ করতে হবে। | সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি; মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ; ক্লাস্টার মন্ত্রণালয়সমূহ[১]; বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন; অর্থ মন্ত্রণালয়; পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় |
| ৩. | সমতল এবং পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আদিবাসীবান্ধব কর্মসূচি প্রণয়ন ও কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে, যেমন তাদের সংস্কৃতি, চাহিদা ও বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে প্রাণিসম্পদ, আয়বর্ধনমূলক ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। | সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি; মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ; ক্লাস্টার মন্ত্রণালয়সমূহ; বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন; পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় |
| ৪. | সমতলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের জন্য গৃহীত চলমান কর্মসূচির সুবিধাভোগীর সংখ্যা ও বাজেট বরাদ্দ সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে বৃদ্ধি করতে হবে। | মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন; অর্থ মন্ত্রণালয় |
| ৫. | সামাজিক নিরাপত্তার সকল কর্মসূচিতে দারিদ্র্যের মাপকাঠি যথাযথভাবে অনুসরণ করে ইউনিয়নের সুবিধা পাওয়ার যোগ্য জনগোষ্ঠীর তালিকা প্রতিবছর হালনাগাদ নিশ্চিত করে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ইউনিয়নভিত্তিক নির্দিষ্ট বরাদ্দের বিষয়টি নীতিমালায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে, এবং সুবিধাভোগীদের তথ্য হালনাগাদে প্রতিবছর অন্তত একবার বাধ্যতামূলক 'লাইভ ভেরিফিকেশন' করতে হবে। | সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি; মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ; ক্লাস্টার মন্ত্রণালয়সমূহ; বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন; অর্থ মন্ত্রণালয়; স্থানীয় সরকার বিভাগ |
| ৬. | পার্বত্য ও দুর্গম যেসব ইউনিয়নে বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট ও ইউডিসি সার্ভার কার্যকর নয় সেখানে সব ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আদিবাসীদের অফলাইন/ সরাসরি আবেদন গ্রহণযোগ্য করতে হবে। | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ; ক্লাস্টার মন্ত্রণালয়সমূহ; সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়; মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়; খাদ্য মন্ত্রণালয়; স্থানীয় সরকার বিভাগ |
| **নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে** | | |
| ৭. | আদিবাসীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আবেদন প্রক্রিয়া, জন্মনিবন্ধন ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রাপ্তি ও সংশোধন প্রক্রিয়া এবং অন্যান্য নথি প্রাপ্তি সহজ ও আদিবাসীবান্ধব করতে হবে। | সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি; মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ; ক্লাস্টার মন্ত্রণালয়সমূহ; পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়; নির্বাচন কমিশন; স্থানীয় সরকার বিভাগ |

[১] ক্লাস্টার ও সমন্বয় মন্ত্রণালয় - সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় (সামাজিক সহায়তা); খাদ্য মন্ত্রণালয় (খাদ্য নিরাপত্তা ও দুর্যোগ সহায়তা); ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (সামাজিক বীমা); দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (শ্রম ও জীবিকায়ন); প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (মানব উন্নয়ন ও সামাজিক ক্ষমতায়ন)।

| ক্রম | সুপারিশ | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ |
|---|---|---|
| ৮. | আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় কর্মসূচি ও অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত সকল প্রয়োজনীয় তথ্য আদিবাসীদের নিজস্ব ভাষায় এবং নিয়মিতভাবে মাইকিং/হ্যান্ড মাইকিং, উঠান বৈঠক, বিলবোর্ড/ডিজিটাল প্রদর্শনী এবং ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদে চার্ট আকারে প্রচার করতে হবে। | অর্থ মন্ত্রণালয়; স্থানীয় সরকার বিভাগ; মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়; পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় |
| ৯. | আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে কর্মসূচি বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর মানুষকে সম্পৃক্ত করতে হবে এবং স্থানীয় কমিটিতে আদিবাসীদের পক্ষ থেকে সুপারিশকৃত অন্তত দুইজন প্রতিনিধি (একজন নারীসহ) রাখতে হবে। | স্থানীয় সরকার বিভাগ; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়; সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়; মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়; পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় |
| ১০. | ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে প্রান্তিক ও দুর্গম অঞ্চলের আদিবাসী প্রতিবন্ধীদের ডিসঅ্যাবিলিটি ইনফরমেশন সিস্টেমে (ডিআইএস) অন্তর্ভুক্ত করে প্রতিবন্ধী পরিচয় নিবন্ধন নিশ্চিত করতে হবে। | সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়; স্থানীয় সরকার বিভাগ; মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়; পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় |
| ১১. | আদিবাসীদের সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা উত্তোলনে এমএফএস এজেন্টদের নিয়মবহির্ভূত অতিরিক্ত অর্থ আদায় রোধে এমএফএস প্রতিষ্ঠানের তদারকি বাড়াতে হবে এবং জিটুপি পেমেন্ট সিস্টেমে প্রতারণা বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে আদিবাসীবান্ধব প্রচারণা চালাতে হবে। | সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ভাতা প্রদানের সাথে সম্পর্কিত এমএফএস প্রতিষ্ঠানসমূহ; সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়; মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়; খাদ্য মন্ত্রণালয়; অর্থ মন্ত্রণালয়; স্থানীয় সরকার বিভাগ; পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় |
| ১২. | পার্বত্য অঞ্চলের দুর্গম ইউনিয়নে আদিবাসীদের চাহিদা যাচাইপূর্বক ভাতা বিতরণ পদ্ধতি নির্ধারণ এবং খাদ্যপণ্য বিতরণে খাদ্যাভাস বিবেচনা করা, চাল বিতরণে যথাযথ পরিবহন ব্যয় প্রদান, চাহিদাভিত্তিক ক্যাশ ট্রান্সফার, এবং ত্রৈমাসিক বিতরণ কার্যক্রম চালু করতে হবে। এছাড়া পার্বত্য দুর্গম এলাকায় 'ফুড ব্যাংক' স্থাপন করা যেতে পারে। | সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি; মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়; খাদ্য মন্ত্রণালয়; সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়; মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়; অর্থ মন্ত্রণালয়; স্থানীয় সরকার বিভাগ |
| ১৩. | সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে বিদ্যমান অনিয়ম-দুর্নীতিতে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কার্যকর ও দৃষ্টান্তমূলক আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; স্থানীয় আদিবাসী সুবিধাভোগীদের এ সম্পর্কে সচেতন করার জন্য প্রচারণা এবং স্থানীয় নাগরিক সমাজের তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে। | সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি; স্থানীয় সরকার বিভাগ; সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়; মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়; খাদ্য মন্ত্রণালয় |
| ১৪. | সুবিধাভোগীদের দ্বৈততা পরিহার, তথ্য সংরক্ষণ, সংশোধন এবং যোগ্যদের সুবিধাবঞ্চিত ও অযোগ্যদের অন্তর্ভুক্তি রোধে মন্ত্রণালয়গুলোকে একক রেজিস্ট্রি ও কার্যকর অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। | সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি; মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ; ক্লাস্টার মন্ত্রণালয়সমূহ; স্থানীয় সরকার বিভাগ |
| ১৫. | স্থানীয় কার্যালয়ে অভিযোগ রেজিস্টার বই রাখা বাধ্যতামূলক করা এবং মৌখিক অভিযোগ দ্রুত লিপিবদ্ধ ও তদনুযায়ী প্রতিকার নিশ্চিত করা বাধ্যতামূলক করার জন্য সংশ্লিষ্ট নীতিমালায় সুস্পষ্ট নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, এবং আদিবাসীবান্ধব অভিযোগ প্রদান ও নিরসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। | সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি; মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ; ক্লাস্টার মন্ত্রণালয়সমূহ; স্থানীয় সরকার বিভাগ |

**ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)**

মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি-০৫, সড়ক-১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯।
ফোন: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৬৭-৭০ । ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৭২

info@ti-bangladesh.org www.ti-bangladesh.org TIBangladesh